কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় আবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.